অস্ট্রেলিয়ায় “ইন্টারন্যাশনাল জুট ষ্টাডি গ্রুপ” এর সফল আলোচনা এবং জসিম উদ্দীন চৌধুরীর ভূমিকা

‘‘ইন্টারন্যাশনাল জুট ষ্টাডি গ্রুপ’’ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যা জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সহ ২৭টি রাষ্ট্রের তত্বাবধানে পরিচালিত। তম্মধ্যে ১৭০টি দেশের সদস্য এ সংস্থার সাথে অন্তরভুক্ত হয়ে কার্য্যকরী ভূমিকা রাখছে।

বিশ্বের পরিবেশবাদী মহল এবং উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন থেকে বিশ্বের পরিবেশ এবং প্রকৃতির উপর নানামুখী কার্য্যকর গভেষনা চালিয়ে বিশ্ব মানব সম্প্রদায়কে সজাগ করে তুলছে। পরিবেশের জন্য প্লাষ্টিক সমগ্রীর ব্যবহারে বহুমুখী প্বার্শ প্রতিক্রিয়া রয়েছে বলে গুনি পরিবেশ বৈজ্ঞানিকরা সাবধানতার সংকেত দিয়ে আসছেন বারবার। সেক্ষেত্রে খোদা প্রদত্ত প্রাকৃতিক মানব কল্যাণ কর সম্পদ প্রকৃতির অপূর্ব সৃষ্টি পাট সম্পদ। পাট চাষে বিশ্বের সেরা উর্বর ভূমি বাংলাদেশে এর ফলন বা উতপাদন সর্বাগ্রে; এর পরে ভারত, চীন এবং বার্মা সহ বিশ্বের বেশকটি দেশে পাট ফলন হয়।

পাটজাত সামগ্রীর চাহিদার ব্যপকতা আধুনিক বিশ্ব বাজারে উত্তর উত্তর বেড়েই চলছে।

২০০৯ সাল ছিল জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক পাট বছর। এতে করে প্রতিয়মান হয়, বিশ্ব মানব সভ্যতার আধুনিক টেকনোলজীর যুগে কৃত্রিম পেকেজিং সামগ্রীর প্রাদুর্ভাবের মধ্যেত্ত পাট পন্য সামগ্রীর চাহিদা সন্মান জনকভাবে প্রাকৃতিক এবং পরিবেশগতভাবে বন্ধুত্বপুর্ন ঝুকিঁ মুক্ত পন্য হিসেবে গন্য হচ্ছে, ফলে এর গুরুত্ব অনুভব করেই বিশ্বের ক্ষমতাধর পরিবেশ বিজ্ঞানিরা পাট সামগ্রীর নানাবিদ ব্যবহারের পক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়েছেন।

গত ২৬ জুলাই পাট সামগ্রী ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করন এবং এর গুরুত্ব নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সিডনীতে হয়ে গেলো সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের পলিসি লেভেলে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন আলোচনা সভা। এতে ইন্টারন্যাশনাল জুট ষ্টাডি গ্রুপ এর সেক্রেটারী জেনারেল মি: সুদ্রীপ্ত রায়, ফাইনেন্স এড়মিনেষ্ট্রেটর জনাব ফারুক হোছাইন এবং সংস্থার অস্ট্রেলিয়া প্রতিনিধি জনাব মো: জসিম উদ্দীন চৌধুরী অংশ গ্রহন করেন।
তিন সদস্যের এ দলটি পরদিন ২৭ জুলাই অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী কেনবেরায় অপর আলোচনা সভায় মিলিত হন। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের পলিসি লেভেলের এ আলোচনার আগে কেনবেরাস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনে এক গুরুত্বপুর্ন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনায় বাংলাদেশের মাননীয় হাই কমিশনার লে. জে. মো: মাসুদ উদ্দীন চৌধুরী, কমার্শিয়াল কাউন্সিলর এবং সেন্সরী প্রধান জনাব মোহাম্মদ আযহারুল হক প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সাথে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনা সভায় পাট এবং পাট সমাগ্রীর নানাবিদ ব্যবহারের পক্ষে সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল তার সুদক্ষ বিচক্ষণ মস্তিস্ক দীপ্ত যুক্তি তুলে ধরে ব্যাপক আলোচনা করেন। মাননীয় হাই কমিশনার দলটিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে যথাযথ গুরুত্বের সাথে সর্বাত্তক সহযোগিতার বিভিন্ন আশ্বাস প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, জনাব মো: জসিম উদ্দীন চৌধুরী দীর্ঘদিন যাবত প্রাকৃতিক পাট পণ্যের বহুমূখী ব্যবহারের পক্ষে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ সহ বিশ্বে উল্লেখযোগ্য অবদান এবং ভুমিকা রেখে আসছেন। জনাব জসিম বলেন, পাট সম্পদের সঠিক ব্যবহার বৃদ্ধি করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বাংলাদেশের কৃষক এবং ব্যবসায়ী মহল অতি মূল্যবান বৈদেশিক মূদ্রা উপার্জন করে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল করে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি

সরকার এবং জাতি অর্থনৈতিক শক্তি অর্জনে অনেক ধাপ এগিয়ে যাবে। জনাব মো: জসিম উদ্দীন চৌধুরী একজন সৎ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যোগ্য ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্ব। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বার্থে তাকে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের পক্ক হতে সহযোগিতা করলে দেশ আরো অনেক বেশী উপকৃত হবে।